শ্রী শঙ্কর কথা চিত্রের

কৃষ্ণাকাবেরী

২৫-৭-৫৭

পরিবেশক :- অগ্রণী

শ্রীশংকর কথাচিত্রের প্রযোজনায়

কৃষ্ণা-কাবেরী

দিক্‌-দর্শক —**বিধায়ক ভট্টাচার্য্য**

সঙ্গীত পরিচালনা—চিত্ত রায়
আবহ সহযোগীতা—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
চিত্রগ্রহণ—ধরমচাঁদ মেহ্‌তা
শব্দগ্রহণ—অবনী চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশ—প্রফুল্ল নন্দী
পরিস্ফুটন—বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরী
সম্পাদনা—ভোলানাথ আঢ্য
ব্যবস্থাপনা—সত্য রায়
প্রস্তুতি—বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিয়ো
প্রচার—জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী
কাহিনী—**অমর লাহিড়ী** এম-এ
চিত্রনাট্য—বীরেন পাল চৌধুরী

কর্ম্মসচিব—রঞ্জিত মিত্র, দেবেন ভট্টাচার্য্য।

ভূমিকায়—মীরা সরকার, সরযূ দেবী, কেতকী, কল্পনা, কমল মিত্র, বিপিন মুখোঃ, প্রভাত সিংহ, অহি সান্যাল, শৈলেন পাল, অনুপ দাস, কুনাল ভট্টাচার্য্য, হলধর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য রায় প্রভৃতি।

—বিভিন্ন বিভাগের সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনায়ঃ সিধু মুখোপাধ্যায়, শীতল ভট্টাচার্য্য, সুভাষ মুখোঃ, শক্তি সুর।
ব্যবস্থাপনায়ঃ রমেশ বোস, অনিল বোস, শুদ্ধগোবিন্দ দেব।
সঙ্গীতেঃ পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদনায়ঃ নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য্য।
চিত্র-গ্রহণেঃ রাম অযোধ্যা, শ্যামসুন্দর।
শব্দ গ্রহণেঃ ডি, পাল ও আদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
স্থির চিত্রশিল্পেঃ ষ্টিল ফটো সার্ভিস।

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

আমাদের সর্ব্বপ্রকার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন

ইলেকট্রো মেক্যানো ও সি-ই-সি

অলঙ্কার দিয়েছেন: **ঠাকুরদাস হীরালাল।**

পুলক...

কৃষ্ণা-কাবেরী কাহিনীর

—সূত্র—

প্লুরিসি আক্রান্ত হ'য়ে বিপিন স্ত্রী সীতা ও একমাত্র পুত্র বাবলুকে নিয়ে গ্রামে ফিরে এল। অর্থের অভাব অন্নের অভাবে পরিণত হলো। গ্রামের মহাজন পতিতপাবনের কাছে যথা সর্ব্বস্ব বাঁধা রেখে রেখে যেদিন সে ঘরের শেষ কাঁসার বাটিটি বাঁধা রেখে আট আনা পয়সা নিয়ে বাড়ী ফিরলো সেদিন কোলকাতা থেকে এলেন পতিতের বন্ধু গজানন হালদার। পতিতের সরকার ও মোসাহেব হলধরের স্ত্রী নয়নমণি-সীতাকে, এবং পতিত-বিপিনকে একই সময়ে গজাননের মহত্ত্বের কথা জানিয়ে—বললো,

গজাননের মাতৃহারা মেয়েকে মানুষ করবার জন্যে একটি মেয়ের দরকার। খাওয়া পরা বাদ পঞ্চাশ টাকা মাসে। ফলে এই দরিদ্র দম্পতি পতিতের কূট চক্রান্তে জড়িয়ে পড়লো……

কোলকাতায় সীতাকে এনে যেখানে রাখা হলো—সেখানে সন্ধ্যার পর অনেক স্বনাম ধন্য ব্যক্তির পায়ের ধূলো পড়ে। সেদিন

সহরের প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক সেখানে এসে সীতাকে দেখতে পান। তার মুখে সব কথা শোনবার পর তিনি হাজার টাকার চেক সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালিকাকে দিয়ে সীতাকে নিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র একটি বাসায় রেখে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা ক'রে দেন। ঠিক হয় যে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা সীতা তার স্বামীকে পাঠাবে।

তখন চিত্রাভিনেত্রী হিসাবে কাবেরীর দেশময় প্রতিষ্ঠা।

'অন্তঃপুরিকা' চিত্রের স্যুটিংয়ে চিত্র পরিচালকের সঙ্গে কাবেরীর হয় মত বিরোধ। ডাইরেক্টর সরকার তৎক্ষণাৎ স্যুটিং বন্ধ ক'রে দিয়ে সীতাকে ষ্টুডিয়োতে নিয়ে এসে সেই পার্ট দেন। ছবিতে তার নতুন নাম হয়—কৃষ্ণা। ফলে কাবেরীধীরে ধীরে মানুষের

এমন থেকে সরে যেতে লাগলো— সেখানে নূতন খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করলো—কৃষ্ণা।

খবরের কাগজে কৃষ্ণার ছবি দেখে পতিত এসে বিপিনকে যা তা' বলে অপমান করলো। বিপিন মনঃক্ষোভে সেই রাত্রেই বাবলুকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

এরপর দশ বৎসরের ব্যবধান·········

ষ্টুডিয়োতে একদল কলেজের ছেলে এসেছে—আজাদ হিন্দ্ ফণ্ডের চাঁদা আদায় করতে। তাদের মধ্যে একটি ছেলে এগিয়ে গিয়ে সীতার কাছে চাঁদা দাবী করলো। তাকে দেখেই সীতার মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানলো—এই যুবকই তার হারিয়ে যাওয়া

শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস–

ছেলে বাবলু। নিজের পরিচয় সে দিল না ; প্রশ্ন করাতে বাবলু বললে—তার মা নেই। সীতা বললে—আজ থেকে আমিই তোমার মা।

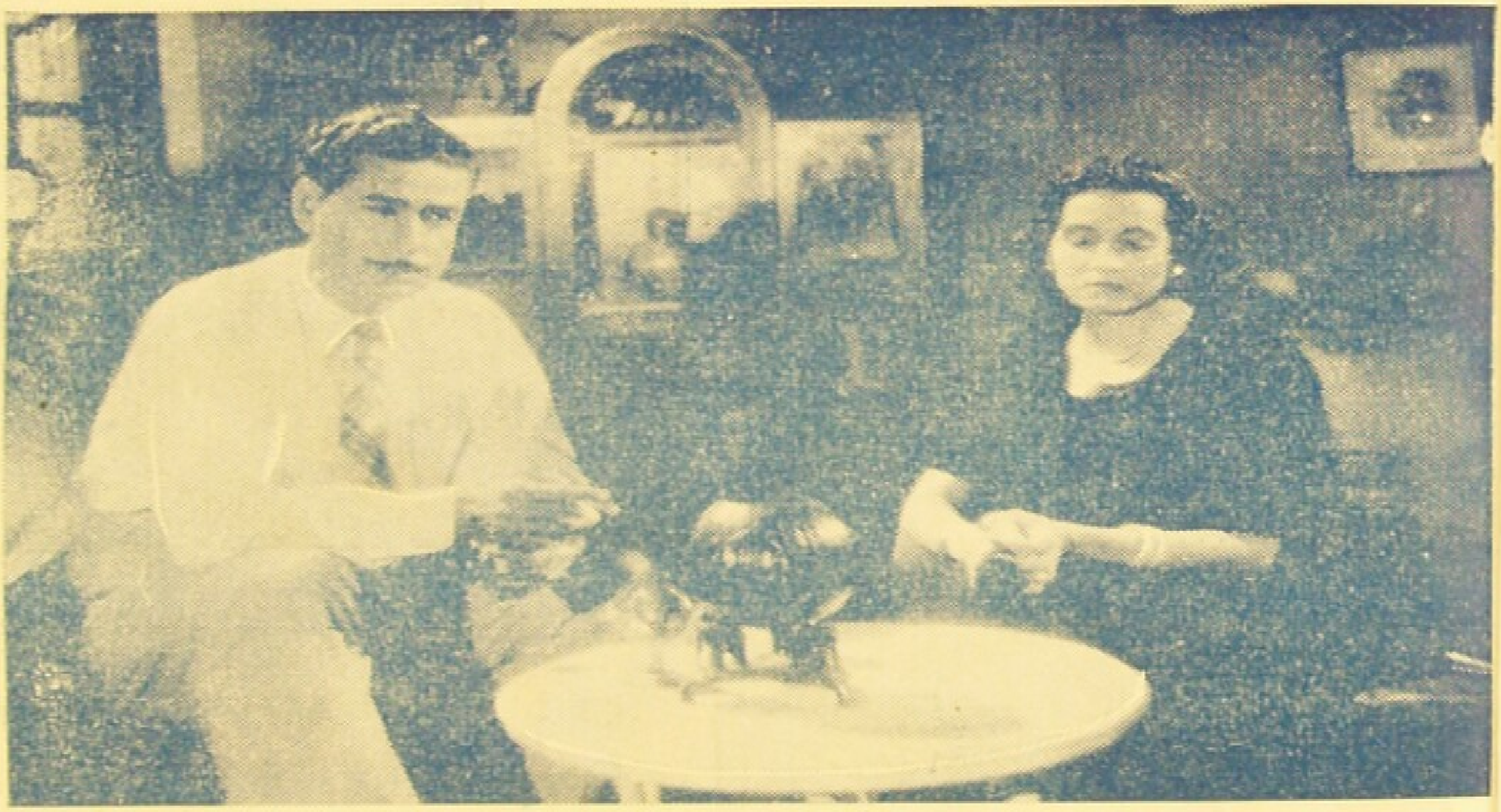

কিন্তু নিয়তির এই পরিহাসের পরিণাম কী ? সীতা কি আবার ফিরে যেতে পারবে তার স্বামী-পুত্রের সংসারে ? স্ত্রীর সম্বন্ধে বিপিনের সমাজ ভীরু মনোভাব কি কেউ বদলাতে পারবে ? কি কে ? ডাইরেক্টর সরকার ? বাবলু ? কাবেরী ? পতিত ? গজানন ? সীতা নিজে ? ছবিতে দেখুন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের সৌজন্যে অগ্রণী পরিবেশিত—
অগ্রণী : ৬৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩।

MILN

গান

দিন যদি চলে যায় যাক্ না।
ঝরাপাতা তুই পড়ে থাক্‌না
একদিন ছিল ফুল
ছিল মধু, ছিল ভুল
সেই থাকা আঁখিজলে রাখ্ না।
কাঁদে ওই মরা চাঁদ
ফেলে দেওয়া মালাতে
বিরহ সে বাসরের
আসে দীপ জ্বালাতে।
গৈরিক রাঙা বেশ
এই যদি হয় শেষ
ধরণীর ধূলিকণা মাখ্ না।

রচনা—কল্পনা চক্রবর্ত্তী

*

* *

সুন্দর নভতলে এসেছ কি নাথ ভুলে
সুন্দর মোর
এলে যদি এস কাছে, মোর অন্তর যাচে
তব বাহু ডোর।
ফুলে ফুলে ফিরে অলি গুঞ্জরিয়া
পরশন সুখে ওঠে মুঞ্জরিয়া
তব গানে মোর মনে কম্পন ক্ষণে ক্ষণে
লাগে চিত চোর॥
ব্যাকুল হৃদয়ে দিলে একি দোলা
ধ্যান স্বপনচারী আপন ভোলা
বিরহের অমারাতি
পেল কি জাগার সাথী
হয়েছে কি ভোর
সুন্দর মোর।

রচনা—মধুমালা দেবী

গান শোনাব আজ্‌কে আমি
আপন কাণে কাণে
প্রাণ ভোলাব হৃদয় রাধার
গোপন গানে গানে।
আমার এ গান শুনবে না কেউ শুনবে না
শোনার লাগি কেউতো প্রহর গুণবে না
(এ গান কেউ শুনবে না)
স্বপ্ন আমার কূল হারাবে
অকূল সাগর পানে।
আমার গানের ছোঁয়া লেগে
ফুল ফোটে ফুল ঝরে—
মন-না-মানা মনের মানুষ
ভুল বোঝে ভুল করে।
বাঁধন হারা গানের ধারা চলবে গো
যেতে যেতে আপনাকে সে ছলবে গো
এ গান আমার সফল হবে
কোনখানে কে জানে।

রচনা—কল্পনা চক্রবর্ত্তী

*

* *

কালের তরী যায় চলে যায় ভেসে
যায় অজানা পথের পানে কোন
সে নিরুদ্দেশে।
... ...
... ...

রচনা—সুখময় ভট্টাচার্য্য

অগ্রণী'র পক্ষ হইতে প্রচার সচিব শ্রীধীরেন মল্লিক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস ১৯এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীবলাই চরণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

কৃষ্ণা-কাবেরী চিত্রে—

শ্রীমতী মীরা সরকার